দৈনিক খবর

তারিখ 21 MAR 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৪২

8

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নে ঐক্যমত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে হল ত্যাগকারী উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীরা এখনও হলে ফেরেননি। ক্যাম্পাসে ব্যাপক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন রয়েছে।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে গত

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার রাতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দেরও গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন হল ছাত্র সংসদের ভিপি এবং জিএসদের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে পূর্ণ ঐক্যমত হয়েছে।

জানা গেছে, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দের বৈঠকে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। গতকাল ছাত্র ঐক্যের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন আবাসিক হলে যান এবং নেতা-কর্মীদের সাথে কথা বলেন।

এদিকে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলসমূহের প্রভোস্ট এবং হল সংসদসমূহের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ক্যাম্পাসে সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বর্তমান অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তে বলা হয়, প্রতিটি হল প্রশাসন ছাত্র সংসদগুলোর সহায়তায় প্রতিটি হলে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করবেন যাতে হলে যে সমস্ত ছাত্র পরিস্থিতির শিকার হয়ে হল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা পুনরায় স্ব স্ব হলে ফিরে আসতে পারে। কোন হলে কোন ছাত্র কোন বহিরাগত বা অস্ত্রধারীকে আশ্রয় দিবে না। কেউ এ সিদ্ধান্ত লংঘন করলে আশ্রয়দাতা ছাত্রের হলের আসন বাতিল করা হবে।

প্রতিটি হলে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক সিট বন্টন করতে হবে উল্লেখ করে বলা হয়, কোথাও কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে প্রথমে এ বিষয়ে উপাচার্যকে জানাতে হবে। কেউ যদি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বা অস্ত্র ব্যবহার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে যে কোন কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন অস্ত্র বহনকারী বা বহিরাগতকে গ্রেফতার করা হলে কোন সংগঠন এ বিষয়ে কোন দাবী উত্থাপন করবে না।

কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ উদ্যোগ নিলেও বিভিন্ন হলে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। কয়েকটি হলে ছাত্রলীগ (শা-অ) ও কয়েকটি হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অবস্থান নিয়ে রয়েছে। সহাবস্থানের ব্যাপারে ঐক্যমত হলেও প্রতিপক্ষের কেউ নিজ নিজ অবস্থানে ফিরছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চারশ' রাউন্ড গোলাগুলীর সময় একটি গরু মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয়েছে।

গত রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বৃষ্টির মত প্রচন্ড গোলাগুলী চলাকালে কোন পক্ষের কেউ গুলীতে নিহত বা আহত হয়নি। তবে মহসীন হল ও জহুরুল হক হলের মধ্যে গুলী বিনিময়কালে মহসীন হলের মাঠে বেঁধে রাখা একটি গরুর মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়। জানা গেছে, গরুটির মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী আবদুল হাকিম। সকালে আবদুল হাকিম মারাত্মক আহত গরুটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তারী রিপোর্টে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলে উল্লেখ করা হয়। এ অবস্থায় প্রায় ২৭ হাজার টাকায় কেনা বিশাল গরুটির মালিক মাত্র ৭ হাজার টাকা মূল্যে কসাইয়ের কাছে অর্ধমৃত অবস্থায় গরুটিকে বিক্রি করেন।